Co-Creation 3

২০২২ সালের জাইকা গভর্ন্যান্স প্রোগ্রামের অর্জিত সফলতাসমূহ

এই প্রকাশনাটি ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে স্থানীয় সরকার উপদেষ্টার অফিস, জাইকা থেকে প্রকাশিত হয়েছে। এটি বাংলাদেশে জাইকা গভর্ন্যান্স সম্পর্কিত প্রকল্পগুলোর সাফল্যের গল্প নথিভুক্ত করার জন্য সিরিজের তৃতীয় খণ্ড।

প্রকাশক: জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি (জাইকা)

এই প্রকাশনায় প্রকাশিত মতামত লেখকের এবং JICA বা সরকারের প্রতিনিধিত্ব করে না।

Preface

On behalf of the Japan International Cooperation Agency (JICA), I would like to congratulate and appreciate the efforts of the Local Government Division and JICA Local Governance Advisor for taking the initiative to publish this excellent document "*Co-Creation-3: Success Stories of JICA Governance Program*." This series of booklets "Co-Creation" is JICA's endeavor to disseminate good practices with a wide range of stakeholders for further improvement of Local Government Institutes and their public service deliveries.

JICA has been working closely with the Government of Bangladesh on various projects and programs for bringing in higher living standards and more economic opportunities for the people of Bangladesh. As a part of this cooperation, JICA works with the Local Government Division covering all tiers of Local Government Institutions; City Corporation, Municipality, Upazila, and Union to enhance the capacity development of the officials, efficient and effective local governance, and better public services delivery including improvement of basic infrastructure.

This third edition of success stories demonstrates the best practices, showcasing the joint efforts of local government officials, public representatives, and citizens and inspiring other relevant stakeholders to replicate and create further innovations. JICA is very much proud of continuously working together with Local Government Institutions and enhancing core administrative functions and service delivery, all of which shall contribute to improving the livelihood of the people of Bangladesh and fostering stronger relations between Japan and Bangladesh.

Finally, I wish that this firm collaboration among the government officials, JICA's Local Government Advisor, and the project team members will lead to improved local public services for the people of Bangladesh.

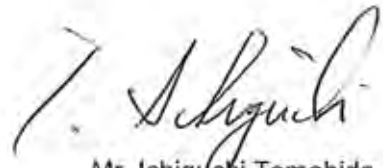

Mr. Ichiguchi Tomohide
Chief Representative
JICA Bangladesh Office

বিষয়বস্তু

১। ভূমিকা / ২

২। সারসংক্ষেপ / ৩

৩। প্রকল্পসমূহের সাধারণ ধারণা / ৫

৪। জাইকা গভর্ন্যান্স প্রকল্পসমূহের সাফল্য গাঁথা / ১৩

উপজেলা ইন্টিগ্রেটেড ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (UICDP)

সবিস্তারে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এবং সম্পদের চিত্রায়নসহ বাকেরগঞ্জ উপজেলায় এপি প্রণীত হয়েছে / ১৫

উপজেলা চেয়ারম্যানের কার্যকরী ও অবিচল নেতৃত্ব উন্নয়ন পরিকল্পনা চক্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে / ১৮

দক্ষতার সাথে স্থানীয় চাহিদা নিরুপন এবং জনবান্ধব উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণে নিবিড় পরামর্শ সভা খুবই সহায়ক / ২১

উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্প (UGDP)

ইউজিডিপি দ্বারা কোভিড-১৯ প্রতিরোধে গৃহীত উদ্যোগ: ফিরে দেখা/ ২৫

উন্নত সুশাসন এবং উন্নত সেবা প্রদান: চাঁদপুর সদর উপজেলার সাফল্যের গল্প/ ৩১

উপজেলা পরিষদ কর্তৃক উন্নত জনসেবা প্রদান: কেরানীগঞ্জ উপজেলা পরিষদের একটি উদাহরণ/ ৩৯

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল সহায়তা প্রকল্প পর্যায়-২ (NIS 2)

এনআইএস বাস্তবায়ন সহযোগীগন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান এবং সমাজে সুশাসন প্রচারে সক্রিয়ভাবে কাজ করছেন।/ ৪৬

টোকেন সিস্টেম চালু হওয়ায় চৌগাছা উপজেলার সেবাপ্রার্থীরা সন্তুষ্ট। / ৫০

ইউজিডিপির ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট সাব প্রজেক্টের মাধ্যমে এনআইএস প্রশিক্ষণ: ফকিরহাট উপজেলার একটি ঘটনা।/ ৫৩

স্ট্রেনদেনিং হেলথ সিস্টেমস থ্রো অরগানাইজিং কমিউনিটিস প্রজেক্ট (SHASTO)

নরসিংদী জেলার শিবপুর উপজেলায় একটি আদর্শ অসংক্রামক রোগ (এনসিডি) ব্যবস্থাপনা মডেল / ৫৭

সিটি কর্পোরেশনসমূহের সক্ষমতা উন্নয়ন প্রকল্প (C4C 2)

পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়নকল্পে ১২ টি সিটি কর্পোরেশন একযোগে সমন্বিত একটি কৌশলী ছাতার নিচে কাজ করছে / ৬৪

ইনক্লুসিভ সিটি গভর্ন্যান্স প্রজেক্ট (ICGP)

গভর্ন্যান্স ইমপ্রুভমেন্ট অ্যান্ড ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট (জিআইসিডি)/ ৬৯

নগর অবকাঠামো উন্নয়ন/ ৭৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের ঢাকা উত্তর সিটি, ঢাকা দক্ষিণ সিটি এবং চট্টগ্রাম সিটিতে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (Clean Dhaka)

চট্টগ্রাম শহরের চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন / ৭৯

ভূমিকা

এই অ্যালবামটি বাংলাদেশ সরকারের (জিওবি) সহযোগিতায় জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি (জাইকা) দ্বারা কারিগরি ও আর্থিকভাবে সহায়তাপুষ্ট গভর্ন্যান্স প্রকল্পের সাফল্যের গল্প উপস্থাপন করে। জাইকা গভর্ন্যান্স প্রকল্পের সাফল্যগাঁথার এই তৃতীয় সংস্করণে (কো-ক্রিয়েশন ৩), ৭টি প্রকল্প থেকে ১৪টি গল্প সংগ্রহ করা হয়েছে। তন্মধ্যে, ২টি প্রকল্প নগর এলাকায় বাস্তবায়িত হয়েছে: সিটি কর্পোরেশন এলাকায়, এবং অন্যান্য ৫টি প্রকল্প গ্রামীণ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, বিশেষ করে উপজেলা পরিষদের সাথে কাজ করেছে।

৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায়, সরকার ২০৪১ সালের মধ্যে "কার্যকর, জবাবদিহিমূলক এবং ন্যায়সঙ্গত স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা এবং বাংলাদেশে গ্রামীণ উন্নয়ন" অর্জনের জন্য স্থানীয় শাসন ব্যবস্থার উপর বিশেষ জোর দিয়েছে। জাইকার সকল গভর্ন্যান্স প্রকল্পগুলো এই লক্ষ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্ষমতা তৈরিতে বাংলাদেশ সরকারকে সহায়তা করছে। সাফল্যগাঁথার এই সংকলনটি জাইকার প্রকল্প এবং কার্যক্রমের বড় সাফল্য উপস্থাপন করে যা প্রকল্প এলাকার বাইরে অন্যান্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।

পরিশেষে, আমি বাংলাদেশ সরকারের সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা এবং প্রকল্প দলের সদস্যদের ধন্যবাদ জানাতে এই সুযোগটি কাজে লাগাতে চাই আপনার গল্পগুলো প্রদর্শনের জন্য আপনার অবদানের জন্য এবং আমাদের অব্যাহত ও ফলপ্রসূ সহযোগিতার প্রত্যাশায়।

ইউসুকে কুরিহারা

উপদেষ্টা, স্থানীয় সরকার

জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি

সারসংক্ষেপ

এডিপি	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি
এপি	বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা
সি৪সি ২	সিটি কর্পোরেশনসমূহের সক্ষমতা উন্নয়ন প্রকল্প
সিসি	সিটি কর্পোরেশন
সিসি	কমিউনিটি ক্লিনিক
সিসিসি	চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
সিডিএসপি	সক্ষমতা উন্নয়ন উপ-প্রকল্প
সিইও	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
আইসিজিপি	ইনক্লুসিভ সিটি গভর্ন্যান্স প্রজেক্ট
সিএইচসিপি	কমিউনিটি স্বাস্থসেবা প্রদানকারী
সিআই	সংরক্ষণ পরিদর্শক
সিওএসএস	কেন্দ্রীয় অক্সিজেন সরবরাহ ব্যবস্থা
ডিজিএইচএস	মহাপরিচালক, স্বাস্থ্যসেবা
ডিওই	পরিবেশ অধিদপ্তর
ইইডি	শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর
এফআইপি	পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা
জিআইসিডি	গভর্ন্যান্স ইম্প্রুভমেন্ট এবং ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট
জিআরএস	অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা
এইচএ	স্বাস্থ্য সহকারী
এইচসিই	স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠা
এইচইডি	স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
এইচএফএনসি	হাই ফ্লো নাজাল ক্যানুলা
আইসিজিএপি	ইনক্লুসিভ সিটি গভর্নেন্স ইমপ্রুভমেন্ট অ্যাকশন প্রোগ্রাম
আইজিএ	ইনকাম জেনারেশন অ্যাক্টিভিটি
আইএনএফএসপি	অবকাঠামো উপ-প্রকল্প
এলজিডি	স্থানীয় সরকার বিভাগ
এলজিইডি	স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
এলজিআই	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান
এমও	মেডিকেল অফিসার
এমওএইচএফডব্লিউ	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
এনসিডি	অসংক্রামক রোগ
এনসিডিসি	অসংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ
এনআইএলজি	জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট

এনআইএস	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল
এনআইপিসিওএম	ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব প্রিভেন্টিভ অ্যান্ড সোশ্যাল মেডিসিন
পিএ	কর্মদক্ষতা মূল্যায়ন
পিবিএ	কর্মদক্ষতা ভিত্তিক বরাদ্দ
পিআইসি	প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি
পিআরএপি	দারিদ্র্য হ্রাস কর্ম পরিকল্পনা
আরটিআই	তথ্য অধিকার
এসজিআই	সিটি কর্পোরেশনের পরিচালন ব্যবস্থার উন্নতির কৌশল
এসএইচএএসটিও	স্ট্রেনদেনিং হেলথ সিস্টেমস থ্রো অরগানাইজিং কমিউনিটিস প্রজেক্ট
এসএসএন	সিনিয়র স্টাফ নার্স
টিজিপি	পরিকল্পনা বিষয়ক কারিগরি দল
টিএলডি	স্থানান্তরিত বিভাগ
টিএনএ	ট্রেনিং নিডস এসেসমেন্ট
ইউসিএফবিপিএলআরএম	অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক উপজেলা কমিটি
ইউডিসিসি	ইউনিয়ন উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি
ইউডিএফ	উপজেলা ডেভেলপমেন্ট ফ্যাসিলিটেটর
ইউজিডিপি	উপজেলা পরিচালন এবং উন্নয়ন প্রকল্প
ইউএইচএফপিও	উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা
ইউএইচএফডব্লিউসি	ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র
ইউআইসিডিপি	উপজেলা ইন্টিগ্রেটেড ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট
ইউএনও	উপজেলা নির্বাহী অফিসার
ইউপি	ইউনিয়ন পরিষদ

প্রকল্পসমূহের সাধারণ ধারণা

উপজেলা ইন্টিগ্রেটেড ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (UICDP)

১। প্রকল্পের লক্ষ্য

উপজেলা পরিষদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করে আঞ্চলিক বৈশিষ্টকে সমুন্নত রেখে উন্নয়ন কার্যক্রম এবং সরকারি সেবা বিস্তারকে বিকশিত করা।

২। উদ্দেশ্য

- উপজেলা পরিষদের পরিচালন ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে মধ্য এবং দীর্ঘ মেয়াদি কৌশলপত্র প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং অগ্রগতি পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।
- উপজেলায় সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন সম্পর্কিত নমুনা নির্দেশিকা তৈরিতে সহায়তা দেয়া।
- উপজেলা পরিষদের অংশীজনদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট (এনআইএলজি) এবং অন্যান্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

৩। প্রকল্পের মেয়াদ

সেপ্টেম্বর ২০১৭ থেকে ডিসেম্বর ২০২২

৪। প্রকল্পভুক্ত এলাকাসমূহ

প্রথম পর্যায়ে : নয়টি জেলার ১০ টি উপজেলা

দ্বিতীয় পর্যায়: নয়টি জেলার ৬৫ টি উপজেলা

৫। প্রকল্পের ধরণ

কারিগরি সহায়তা

৬। সতীর্থ সহযোগী

স্থানীয় সরকার বিভাগ (এলজিডি), স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্প (UGDP)

১। প্রকল্পের লক্ষ্য

অতিরিক্ত উন্নয়ন বরাদ্দ প্রদান এবং অংশীজনদের সক্ষমতা উন্নয়নের মাধ্যমে উপজেলা পরিষদ কর্তৃক নাগরিকদেরকে অধিকতর দক্ষ এবং কার্যকরী সেবা প্রদান করা।

২। উদ্দেশ্য

- সরকারি সেবা সহজীকরণ এবং অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে উপজেলা পরিষদকে দক্ষতা মূল্যায়নের ভিত্তিতে বরাদ্দ (পিবিএ) দেয়া।
- ইউনিয়ন এবং উপজেলা পর্যায়ে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান (এলজিআই) এবং সরকারী দপ্তরগুলোর মধ্যে পারস্পরিক জবাবদিহিতা এবং সহযোগিতা বৃদ্ধিতে সহায়তা দেয়া।
- নাগরিকদের কাছে এলজিআই এবং সেবা দপ্তরগুলোর স্বচ্ছতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইউনিয়ন উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি এবং পরিচালন ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে ব্যবহৃত অন্যান্য উপকরণসমূহের সদ্ব্যবহার করা।
- এলজিআই এবং সেবা দপ্তর উভয় ক্ষেত্রেই কর্মরত প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের সক্ষমতা উন্নয়ন এবং সমন্বয় সাধনের কৌশল জোরদারকরণ।
- একটা যৌক্তিক বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়াকে সহায়তা দেবার লক্ষ্যে আর্থিক এবং প্রশাসনিক কাজের উন্নতিসাধন করা।

৩। প্রকল্প মেয়াদ

ডিসেম্বর ২০১৫ থেকে ডিসেম্বর ২০২৪

৪। প্রকল্পভুক্ত এলাকাসমূহ

দেশব্যাপী (সকল উপজেলা পরিষদ)

৫। প্রকল্পের ধরণ

ঋণ সহায়তা

৬। সতীর্থ সহযোগী

স্থানীয় সরকার বিভাগ (এলজিডি), স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল সহায়তা প্রকল্প পর্যায়-২ (NIS 2)

১। প্রকল্পের লক্ষ্য

জনপ্রশাসন এবং সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলোতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ব্যবস্থা উন্নতিকরণ।

২। উদ্দেশ্য

১। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের পরিকল্পনা প্রণয়ন করা।

২। এনআইআইইউ তে পিডিসিএ চক্রের সহায়তায় এনআইএস বাস্তবায়ন জোরদার করা।

৩। এনআইএস এবং এনআইএস বাস্তবায়ন কৌশল সংশ্লিষ্ট ভালো অনুশীলনসমূহকে একত্রিত করা।

৪। এনআইএস কার্যকরীভাবে বাস্তবায়নের জন্য সক্ষমতা উন্নয়ন ফ্রেমওয়ার্ক তৈরী করা।

৫। এনআইএস কার্যকরীভাবে বাস্তবায়নের জন্য জনসংযোগ বৃদ্ধি করা।

৩। প্রকল্প মেয়াদ

জানুয়ারি ২০১৯ থেকে সেপ্টেম্বর ২০২২

৪। প্রকল্পভুক্ত এলাকাসমূহ

মন্ত্রীপরিষদ বিভাগ ও ৮ টি উপজেলা (চৌগাছা, বাকেরগঞ্জ, পবা, হাটহাজারী, গজারিয়া, নীলফামারী সদর, ভালুকা, গোলাপগঞ্জ)

৫। প্রকল্পের ধরণ

কারিগরি সহায়তা

৬। সতীর্থ সহযোগী

মন্ত্রীপরিষদ বিভাগ

স্ট্রেনদেনিং হেলথ সিস্টেমস থ্রো অরগানাইজিং কমিউনিটিস প্রজেক্ট (SHASTO)

১। প্রকল্পের লক্ষ্য

অসংক্রামক ব্যাধি (এনসিডি) এবং মাতৃস্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার উন্নতিকল্পে সমন্বয় সাধন।

২। উদ্দেশ্য

১। প্রকল্পভুক্ত এলাকায় সমন্বিত অংসংক্রামক ব্যাধিসমূহ (হৃদরোগ, ডায়াবেটিস ও অন্যান্য) এবং মাতৃস্বাস্থ্যের সমন্বিত সেবা প্রদান করা।

২। QIS/HEU এবং হেলথ সার্ভিসেস ম্যানেজমেন্ট (HSM) এর সাথে সমন্বয় করে হাসপাতালের সেবার মান উন্নয়ন।

৩। কমিউনিটি ভিত্তিক স্বাস্থ্যসেবা (CBHC) এবং জীবনধারা, স্বাস্থ্য শিক্ষা এবং প্রচার (LHEP) এর সাথে সমন্বয় করে কমিউনিটি সাপোর্ট গ্রুপের মাধ্যমে NCD প্রতিরোধ কার্যক্রম বৃদ্ধি করা।

৪। প্রকল্প এলাকার ভালো অনুশীলনগুলোকে অন্যত্র ছড়িয়ে দেয়া।

৩। প্রকল্প মেয়াদ

জুলাই ২০১৭ থেকে জুলাই ২০২২

৪। প্রকল্পভুক্ত এলাকাসমূহ

নরসিংদী জেলা: ৩ উপজেলা (পলাশ, শিবপুর এবং মনহর্দি)

কক্সবাজার জেলা: ৩ উপজেলা (চকোরিয়া, রামু, এবং সদর)

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

৫। প্রকল্পের ধরণ

কারিগরি সহায়তা

৬। সতীর্থ সহযোগী

প্রধান সহযোগীঃ অসংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ (এনসিডিসি), স্বাস্থ্যসেবা মহাপরিচালক (ডিজিএইচএস)

অন্যান্য সহযোগীঃ সিবিএইচসি অপারেশনাল প্ল্যান, উপজেলা স্বাস্থ্যসেবা (UHC), এবং LHEP, DGHS

সিটি কর্পোরেশনসমূহের সক্ষমতা উন্নয়ন প্রকল্প (C4C 2)

১। প্রকল্পের লক্ষ্য

সিটি কর্পোরেশনের মানসম্মত পরিষেবা প্রদান করে নাগরিকদের সন্তুষ্টি বৃদ্ধি করা

২। উদ্দেশ্য

- সিটি কর্পোরেশন পরিচালন ব্যবস্থা (গভর্ন্যান্স) উন্নয়ন কৌশলপত্র (এসজিআইসিসি) বাস্তবায়ন, প্রতিবেদন প্রণয়ন ও মনিটরিং এর জন্য একটি সিস্টেম প্রতিষ্ঠা করা।
- স্থানীয় সরকার বিভাগের প্রশিক্ষণ ও সমন্বয় সক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং সিটি কর্পোরেশনসমূহে প্রশিক্ষণ ও মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য একটি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা।

৩। প্রকল্প মেয়াদ

ফেব্রুয়ারি ২০২২ থেকে ফেব্রুয়ারি ২০২৫

৪। প্রকল্পভুক্ত এলাকাসমূহ

১২ সিটি কর্পোরেশন

৫। প্রকল্পের ধরণ

কারিগরি সহায়তা

৬। সতীর্থ সহযোগী

স্থানীয় সরকার বিভাগ (এলজিডি), স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

ইনক্লুসিভ সিটি গভর্ন্যান্স প্রজেক্ট (ICGP)

১। প্রকল্পের লক্ষ্য

প্রকল্পভুক্ত ৫টি সিটি কর্পোরেশনে নগরবাসীদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে অবদান রাখা।

২। উদ্দেশ্য

- ৫টি সিটি কর্পোরেশনের (সিসি) জনসেবা উন্নয়ন।
- ইনক্লুসিভ সিটি গভর্ন্যান্স ইমপ্রুভমেন্ট অ্যাকশন প্রোগ্রাম (ICGIAP) এর মাধ্যমে নগর সরকারের প্রশাসনিক সক্ষমতা এবং তাদের পরিচালন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা।
- সিটি কর্পোরেশনের অবকাঠামো উন্নয়ন পরিকল্পনার (IDPCC) মাধ্যমে জীবনযাত্রার পরিবেশ এবং জীবনযাত্রার মান উন্নীত করা।
- বিভিন্ন সিটি কর্পোরেশনে অবকাঠামো প্রদানের মাধ্যমে অগ্রগতিশীল রাজস্ব এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করতে সিটি কর্পোরেশনগুলোর জন্য অর্থনৈতিক সুযোগ তৈরি করা।

৩। প্রকল্প মেয়াদ

জুলাই ২০১৪ থেকে জুন ২০২২

৪। প্রকল্পভুক্ত এলাকাসমূহ

প্রকল্পভুক্ত ৫ টি সিটি কর্পোরেশনঃ

নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন (NCC), কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন (CuCC), রংপুর সিটি কর্পোরেশন (RpCC), গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন (GCC), চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন (ChCC)

৫। প্রকল্পের ধরণ

ঋণ সহায়তা

৬। সতীর্থ সহযোগী

পৃষ্ঠপোষক সংস্থা: স্থানীয় সরকার বিভাগ (এলজিডি), স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

নির্বাহী সংস্থা: স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগ (এলজিইডি)

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: নারায়ণগঞ্জ, কুমিল্লা, রংপুর, গাজীপুর এবং চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনসমূহ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের ঢাকা উত্তর সিটি, ঢাকা দক্ষিণ সিটি এবং চট্টগ্রাম সিটিতে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (Clean Dhaka)

১। প্রকল্পের লক্ষ্য

(ঢাকা উত্তর এবং ঢাকা দক্ষিণ এলাকাসমূহে)

নতুন মহাপরিকল্পনা বা মাস্টার প্ল্যান অনুযায়ী ঢাকা উত্তর এবং ঢাকা দক্ষিণ এলাকাসমূহে টেকসই বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

(চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায়)

টেকসই বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

২। উদ্দেশ্য

(ঢাকা উত্তর এবং ঢাকা দক্ষিণ এলাকাসমূহে)

ঢাকা উত্তর এবং ঢাকা দক্ষিণ সিটি এলাকাসমূহে মাস্টার প্ল্যান অনুযায়ী উন্নত বর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রচলন করা।

(চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায়)

উন্নত বর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রচলন করা।

৩। প্রকল্প মেয়াদ

জুন ২০১৭ থেকে মে ২০২২

৪। প্রকল্পভুক্ত এলাকাসমূহ

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এবং চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

৫। প্রকল্পের ধরণ

কারিগরি সহায়তা

৬। সতীর্থ সহযোগী

- স্থানীয় সরকার বিভাগ , স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
- ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন (ডিএনসিসি)
- ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন (ডিএসসিসি)
- চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন (সিসিসি)

জাইকা গভর্ন্যান্স প্রকল্পসমূহের সাফল্য গাঁথা

উপজেলা ইন্টিগ্রেটেড ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট

(UICDP)

উপজেলা পরিষদ এবং টিএলডি মধ্যে সভা

সবিস্তারে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এবং সম্পদের চিত্রায়ন সহ বাকেরগঞ্জ উপজেলায় এপি প্রণীত হয়েছে

প্রেক্ষাপট

বিগত বছর থেকে অর্জিত শিখনের উপর ভিত্তি করে, বাকেরগঞ্জ উপজেলা বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে সমন্বয়ের উপর জোর দেয়, ব্যাপক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এবং সম্পদের চিত্রায়ণ করে, যা উপজেলা পরিষদকে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা (এপি) প্রণয়ন সঠিক সময়ে করতে সাহায্য করে।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, এই উপজেলাটি প্রতি বছর এপি প্রস্তুত করার আগে বৃহত্তর স্টেকহোল্ডারদের সাথে ঘন ঘন আলোচনার চর্চাকে মূলস্রোতের সাথে সম্পৃক্ত করেছে। পাশাপাশি, ইউআইসিডিপি কর্তৃক প্রণীত নির্দেশিকা অনুসরণ করে, বাকেগঞ্জ উপজেলা চেয়ারম্যান এবং ইউএনও উভয়ই উপজেলা সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে মূলধারার প্রক্রিয়াগুলোকে সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব নিয়েছেন।

গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

অনুসরণযোগ্য পাইলট উপজেলা হিসেবে, বাকেরগঞ্জ উপজেলা পরিষদ উপজেলা সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনার নির্দেশিকা অনুসারে, ২০১৮-১৯ অর্থবছর থেকে শুরু করে টানা ৪ বছর ধরে এপি প্রণয়ন করছে। প্রকল্পের শুরু থেকেই, এপি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে প্রণীত নির্দেশিকা ও সুপারিশসমূহ অনুসরণে উপজেলা চেয়ারম্যান গভীর আগ্রহ দেখিয়েছেন। প্রতি বছরই উপজেলা চেয়ারম্যান এবং ইউএনও বিগত বছরের অভিজ্ঞতা থেকে ভালো শিখন নেয়ার চেষ্টা করেছেন। প্রকল্পে কর্মরত জেলা সমন্বয়কারীও কার্যকরভাবে এই প্রক্রিয়াটিকে সহজতর করেছেন।

উপজেলা চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ শামসুল আলম বলেন, "নিখুঁতভাবে একটি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা সহজ কাজ নয়, বিশেষ করে যখন এটি আমাদের সবার জন্য একটি নতুন ব্যবস্থা হিসেবে দেখা দেয়, কিন্তু আমরা শিখতে আগ্রহী রয়েছি। প্রতি বছর আমরা আমাদের আগের বছরের ভুলকে শুধরে নিয়ে নতুন ভালো কিছু করতে চেয়েছি। প্রতি বছর আমরা প্রক্রিয়াটি উন্নত করার চেষ্টা করেছি। এখন আমরা এ'প্রক্রিয়াটিকে একটি সিস্টেম হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে চাই যাতে আমরা উপজেলা পরিচালন প্রক্রিয়ার একটি অংশ হিসাবে AP বা FYP প্রস্তুত করতে পারি।"

বৃহত্তর অংশীজনদের সভা

ইউআইসিডিপির যাত্রা শুরুর আগে উপজেলাটি বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করেনি। ইউএনও মাধবী রায় উল্লেখ করেন, "আগে আমরা স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে সমন্বয়ের দিকে মনোযোগ দিতাম না, কিন্তু এখন আমরা শিখেছি কিভাবে এটি করতে হয়।"

সকল সম্ভাব্য উৎস (টিএলডি,এলজিইডি, এইচইডি, ইইডি, জেলা পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা এবং এনজিও) থেকে প্রাপ্ত সম্পদের সুষ্ঠু বিন্যাসের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ নিশ্চিত করতে ইউএনও স্টেকহোল্ডার পরামর্শ সভায় হস্তান্তরিত বিভাগসমূহ (টিএলডি) এবং জেলা পরিষদকে আমন্ত্রণ জানিয়ে একটি আনুষ্ঠানিক চিঠি লিখেছিলেন। ২০২০-২১ অর্থবছরের জন্য এপি প্রণয়নের আগে উপজেলা পরিষদ ঘন ঘন এই ধরনের সভা আয়োজন করে। এই নিবিড় সমন্বয় ব্যবস্থা পরিষদকে উন্নয়ন উপপ্রকল্প সমূহের মধ্যকার দ্বৈততা এড়াতে এবং শেষ পর্যন্ত উপজেলায় প্রাপ্ত তহবিলের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করেছিল। একইভাবে, উপজেলা পরিষদ, ওয়ার্ড সভা এবং ইউনিয়ন উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির (ইউডিসিসি) সভা আয়োজনেও উৎসাহিত করেছিলো যেন ঐ সকল সভায় সব ধরনের নাগরিকদের কাছ থেকে উন্নয়ন উপপ্রকল্পের/ স্কিমের চাহিদা পাওয়া সহজতর হয়।

চরামদ্দি ও গারুড়িয়া ইউপিতে ইউডিসিসি সভা

তৈরী করার সময় সাধারণ মানুষের চাহিদা এবং প্রয়োজনকে সুবিবেচনা করার জন্য সকল ধরণের অংশীজনকে সম্পৃক্ত করে ইউপিসমূহ এর উপর চাপ প্রয়োগ করা হয়েছিলো যেন তারা সময়মতো ওয়ার্ড সভা এবং ইউডিসিসি সভাগুলো আয়োজন করে।

জনাব মোহাম্মদ শামসুল আলম উল্লেখ করেন, "যদিও এখনও অনেক চ্যালেঞ্জ রয়েছে, তথাপিও আমরা নিশ্চিত করতে চাই যে সংশ্লিষ্ট সকল ধরণের স্টেকহোল্ডাররা প্রতি বছর এপি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং পরিবীক্ষণ প্রক্রিয়ায় জড়িত থাকেন।"

ফলাফল

- বাকেরগঞ্জ উপজেলা সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে নিবিড় সমন্বয়ের একটি ব্যবস্থার প্রচলন করতে পেরেছে।
- বাকেরগঞ্জ উপজেলা উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় বৃহত্তর স্টেকহোল্ডার এবং নাগরিকদের সম্পৃক্ত করার জন্য ওয়ার্ড সভা এবং ইউডিসিসি সভার মাধ্যমে একটি চমৎকার ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে। এহেন ব্যবস্থা উপজেলা পরিষদকে স্থানীয় অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে এপি-র জন্য প্রকল্প প্রস্তাব নির্ধারণ করতে সাহায্য করেছে।
- উপজেলা পরিষদ স্থানীয় উন্নয়ন প্রকল্প নির্ধারণে দ্বৈততা পরিহার করতে পেরেছে এবং দুষ্প্রাপ্য আর্থিক সংস্থান দক্ষতার সাথে ব্যবহার করেছে।

উল্লেখযোগ্য দিকসমূহ

- বাকেরগঞ্জ উপজেলা নির্বাচিত প্রতিনিধি, টিএলডি কর্মকর্তা, ইউপি, পৌরসভা এবং এনজিও সহ বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে নিবিড় সমন্বয়ের একটি ব্যবস্থার প্রচলন করতে সক্ষম হয়েছে।
- যারা তথ্য প্রদান ও তথ্য সংগ্রহে অবদান রেখেছে, উপজেলা পরিষদ সেসকল বৃহত্তর স্টেকহোল্ডারদের সাথে ঘন ঘন পরামর্শ সভা আয়োজন করেছে।
- নিয়মতান্ত্রিকভাবে বিশদ তথ্য সংগ্রহের ফলে উপজেলা বিস্তৃত এবং নিখুঁতভাবে চলমান পরিস্থিতিকে বিশ্লেষণ এবং সম্পদের চিত্রায়ণ করতে পেরেছে, যা শেষ পর্যন্ত উপজেলা পরিষদকে সঠিক ধরনের উন্নয়ন উপ-প্রকল্প নির্ধারণ, অগ্রাধিকার নির্ণয় এবং দ্বৈততা পরিহারে সাহায্য করেছে।

প্রকল্পের নাম: উপজেলা ইন্টিগ্রেটেড ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (UICDP)

এলাকা: বাকেরগঞ্জ উপজেলা, জেলা: বরিশাল

প্রাসঙ্গিক এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা: SDG2, SDG3, SDG6, SDG4, SDG8, SDG9,

বাস্তবায়নকারী সংস্থা : এলজিডি এবং জাইকা

বাস্তবায়নের সময়কাল: অর্থবছর ২০২০-২১

সুবিধাভোগী: ১৩২,০০০ (পুরুষ: ৯০,০০০, নারী : ৪২,০০০)

অংশীজনদের সভায় একজন নারী তার মতামত জানাচ্ছেন।

উপজেলা চেয়ারম্যানের কার্যকরী ও অবিচল নেতৃত্ব উন্নয়ন পরিকল্পনা চক্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে

প্রেক্ষাপট

ইউআইসিডিপি'র আগমনের পূর্বে, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার এফওয়াইপি প্রণয়নের কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না এবং বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বলতে উন্নয়ন প্রকল্পের একটি সাধারণ তালিকার চেয়ে বেশি কিছু ছিল না।

এপি প্রণয়নের ক্ষেত্রে ইউআইসিডিপি স্থানীয় জনগণের পছন্দের প্রতিফলন ঘটিয়েছে এবং পরিষদ, টিএলডি এবং অন্যান্যদের মধ্যে সমন্বয় বাড়াতে উপজেলা পরিষদকে সমানতালে উৎসাহিত করেছে ও কারিগরি সহায়তা দিয়েছে। ফলশ্রুতিতে, অর্থবছর ২০১৯ -২০ থেকে ২০২১ -২২ পর্যন্ত টানা ৩ বছর উপজেলা পরিষদ FYP এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা (AP) তৈরি করেছে।

গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

UICDP-এর পাইলট উপজেলা হিসেবে, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা পরিষদ ২০১৯ -২০ অর্থবছরে, UICDP-এর কারিগরি সহায়তায় প্রথমবারের মতো FYP (২০১৯-২০২৩) প্রণয়ন করে। এফওয়াইপিতে, উপজেলা পরিষদ ১৪ টি খাতের পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করেছে এবং তন্মধ্যে ৫টি অগ্রাধিকার খাতকে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করেছে: ক) যোগাযোগ ও অবকাঠামো, খ) কৃষি, গ) শিক্ষা, ঘ) স্বাস্থ্য এবং ঙ) মানবসম্পদ উন্নয়ন। ইউআইসিডিপি প্রকল্পের শুরু থেকেই এই উপজেলাটি প্রতি বছর নিয়মিতভাবে এপি তৈরি করে আসছে। এই উপজেলা পরিষদ এতো অল্প সময়ের মধ্যে উন্নয়ন পরিকল্পনা চক্রকে কী কারণে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে সফল হয়েছে? সাফল্যের পেছনে বেশ কিছু কার্যকারণ অনবদ্য ভূমিকা রাখলেও, বস্তুতপক্ষে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার সাফল্যের চাবিকাঠি ছিল উপজেলা চেয়ারম্যান জনাব আসাদুল হক বিশ্বাসের কার্যকরী, অবিচল ও প্রেরণাদীপ্ত নেতৃত্ব।

তিনি ইউএনও, টিএলডি কর্মকর্তা এবং উপজেলার অন্যান্য অংশীজনদের সাথে চমৎকার সম্পর্ক বজায় রাখেন। চেয়ারম্যান নিজ থেকে সবসময় এই বলে বিভিন্ন অংশীজনদের উদ্বুদ্ধ করতেন যে, "এফওয়াইপির সাথে সামঞ্জস্য রেখে একটি বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি করা আমাদের জন্য একটি পরীক্ষা; এই পরীক্ষায় আমরা সফল হলে, আমাদের উপজেলার সাথে অন্যান্য উপজেলার দৃশ্যমান একটি পার্থক্য তৈরী করতে সক্ষম হব এবং দেশের অন্যান্য উপজেলাকেও সে পথ অনুসরণের জন্য আহ্বান জানাতে পারবো। তিনি আরো বলেন দৃঢ়ভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকলে দীর্ঘমেয়াদী রূপকল্প অনুযায়ী উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা খুবই সম্ভব"

উপজেলা চেয়ারম্যান এবং ইউএনও অংশীজনদের সাথে সভা করছেন

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের পূর্বে উপজেলা চেয়ারম্যান সর্বদা সবার সাথে একত্রে কাজ করতেন এবং প্রধান প্রধান অংশীজনদের উপস্থিতিতে বেশ কয়েকটি আলোচনা ও পর্যালোচনা সভার আয়োজনও তিনি করতেন। পরিকল্পনাটি তৈরি করা হয়েছিল বিশেষ করে উপজেলায় টিএলডি-তে কর্মরত কর্মকর্তাদের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান, এবং জনগণের সব ধরনের চাহিদা, অভিযোগ ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন তৃণমূল -পর্যায়ের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মতামতের ভিত্তিতে।

কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে উপজেলা অংশীজনদের জন্য আয়োজিত ইন্টারেক্টিভ প্রশিক্ষণ সেশন

শেষতক , উপজেলা চেয়ারম্যান উপজেলা পরিষদের পক্ষে একটি সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং আনুমানিক বাজেটের খসড়া প্রস্তুত করার নিমিত্ত ফাইন্যান্স, বাজেট, প্ল্যানিং অ্যান্ড লোকাল রিসোর্স মোবিলাইজেশন (ইউসিএফবিপিএলআরএম) সম্পর্কিত উপজেলা কমিটির কার্যক্রম এবং টেকনিক্যাল গ্রুপ অব প্ল্যানিং (টিজিপি) কে ধারাবাহিক সহযোগিতা প্রদান করেছেন, যথাযথভাবে সম্পদের চিত্রায়ন সুসম্পন্ন করার জন্য স্বউদ্যোগে সার্বক্ষণিক সম্পৃক্ত থেকেছেন, টিএলডি কর্মকর্তাদের, সংশ্লিষ্ট উপজেলা কমিটির সদস্যদের এবং এনজিও সহ অন্যান্য অংশীজনদের তথ্য ও পরামর্শসেবা গ্রহণ করেছেন।

এছাড়াও, সাধারণ মানুষ সহ উপজেলার বিভিন্ন অংশীজনদের মধ্যে যোগাযোগ ও পারস্পরিক তথ্যের আদান প্রদান উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। উপজেলা পরিষদের অধীনে সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে সমন্বয়ও উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এসব উদ্যোগ উপজেলাকে পরিকল্পিতভাবে জনগণের জন্য কাঙ্খিত সেবা প্রদানে সহায়তা করছে।

এভাবে যখনই সুযোগ আসে তখনই জনাব আসাদুল হক অন্যান্য উপজেলা চেয়ারম্যানদের সাথে তার এই উপজেলার অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন। সম্প্রতি এক বক্তৃতায় উপজেলা চেয়ারম্যান উল্লেখ করেন, "আসুন আমরা পুরাতন অভ্যাস ভুলে গিয়ে ইতিবাচক নতুনের চর্চা করতে শিখি। মানসিকতার পরিবর্তন না করলে দেশের উন্নয়ন রূপকল্পের অর্জন সুদূর পরাহত হবে।"

ফলাফল

- উপজেলা চেয়ারম্যানের কার্যকরী ও অনন্য নেতৃত্বের কারণে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলায় উন্নয়ন পরিকল্পনা চক্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ সম্ভব হয়েছে। সেকারণে উপজেলা অংশীজনরা এখন একই দল হিসেবে কাজ করতে পারছে;
- পঞ্চবার্ষিক এবং বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রগতি যথাক্রমে ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক ভিত্তিতে, উপজেলা অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা, এবং স্থানীয় সম্পদ আহরণ (UCFBPLRM) কমিটি দ্বারা নিয়মিতভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়;
- উন্নয়ন পরিকল্পনা চক্রের সফলভাবে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের ফলে এপি দ্বারা চূড়ান্ত অনুমোদনের পর কোনো বিচ্যুতি ছাড়াই ১০০% স্কিম বাস্তবায়ন সম্ভব হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য দিকসমূহ

- চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা পরিষদ ২০১৯-২০২৩ অর্থবছরের জন্য প্রথমবারের মতো তাদের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (FYP) প্রণয়ন করেছে।
- উপজেলা পরিষদ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকে হুবহু অনুসরণ করে গত তিন অর্থবছর ধরে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা (এপি)তৈরি করছে।
- এমনকি কোভিড-১৯-এর মারাত্মক প্রাদুর্ভাবের সময়কালেও, উপজেলা চেয়ারম্যান অনলাইনে সভা করেছেন এবং উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সম্পর্কিত সকল কার্যক্রম সঠিক সময়ে বাস্তবায়ন নিশ্চিত করেছেন।

প্রকল্পের নাম: উপজেলা ইন্টিগ্রেটেড ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (UICDP)

এলাকা: চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা, জেলা, চুয়াডাঙ্গা

প্রাসঙ্গিক এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা: SDG16.6, 16.7, 16.10.2, 11.3, 11.a.1, 11.b.2

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: এলজিডি এবং জাইকা

বাস্তবায়নের সময়কাল: ২০১৮-২০২২

সুবিধাভোগী: ১,১২৯,০১৫ জন, পুরুষ: ৫৬৪,৮১৯, মহিলা: ৫৬৪,১৯৬ জন

উল্লাপাড়া উপজেলায় পরিকল্পনা পরামর্শ সভা

দক্ষতার সাথে স্থানীয় চাহিদা নিরুপন এবং জনবান্ধব উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণে নিবিড় পরামর্শ সভা খুবই সহায়ক

প্রেক্ষাপট

১৪ টি ইউনিয়ন এবং আনুমানিক ৬ লক্ষ জনসংখ্যা নিয়ে উল্লাপাড়া সিরাজগঞ্জ জেলার একটি বড় উপজেলা। UICDP-এর শুরু থেকে, উল্লাপাড়া উপজেলা পরিষদ একটি পাইলট উপজেলা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত এবং FYP ও AP প্রস্তুত করার জন্য হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ পেয়েছে। উপজেলা পরিষদের অংশীজনরা তৃণমূলের চাহিদাগুলো চিহ্নিত করার দিকে বিশেষ মনোযোগ দেয় এবং পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় সমাজের সর্বস্তরের প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তিদের জড়িত করে। অংশীজনদের ব্যাপক সম্পৃক্ততা উপজেলা পরিষদকে প্রকৃত স্থানীয় উন্নয়ন চাহিদাগুলো নিপুণভাবে চিহ্নিত করতে সাহায্য করেছে।

গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবের কারণে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের আগে উল্লাপাড়া উপজেলায় বেকারত্বের হার ক্রমেই বেড়ে চলছিল। এই পরিস্থিতিতে, পরিষদ উন্নয়ন পরিকল্পনা বিষয়ে অনেকগুলো পরামর্শ সভার আয়োজন করে যে সভাগুলোতে সুবিধাবঞ্চিত নারী-পুরুষ, বেকার যুবক, পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর মানুষ, হিজড়া সম্প্রদায়ের সদস্য, এনজিও প্রতিনিধি, সুশীল সমাজের ব্যক্তিত্ব, মুক্তিযোদ্ধা, জনপ্রতিনিধি, উপজেলা পর্যায়ের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ ও মিডিয়া কর্মীসহ সমাজের

এপি প্রণয়নে ইউসিএফবিপিএলআরএম সভা

টেকনিক্যাল গ্রুপ অব প্ল্যানিং (টিজিপি) সভা

সর্বস্তরের মানুষকে সম্পৃক্ত করা হয়। এই পরামর্শ সভাগুলো স্থানীয় জনগণের উন্নয়ন চাহিদা চিহ্নিত করায় এবং বিশেষ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত প্রকল্প প্রণয়নের পথকে প্রশস্ত করেছে।

একটি বিশেষ পরিকল্পনা পরামর্শ সভায়, উপজেলা পরিষদ এবং টিএলডি সদস্যরা ঐকমত্যে পৌঁছেছেন যে উপজেলা পরিষদকে স্বল্প ও মধ্যমেয়াদে বেকার সমস্যা সমাধানে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে।

ইউসিএফবিপিএলআরএম এবং টিজিপি সদস্যদের দ্বারা সর্বসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে অর্থবছর ২০২০-২১ এর বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় টেকসই স্ব-কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে বেশ কয়েকটি বিশেষ স্কিম গ্রহণ করা হবে, যার মধ্যে তরুণদের জন্য কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, মৎস্য চাষ এবং কুটির শিল্প(নকশী কাঁথা)বিষয়ে প্রশিক্ষণ স্কিম রয়েছে।

কুটির শিল্পের প্রশিক্ষণ (নকশী কাঁথা)

এই বিশেষ স্ব-কর্মসংস্থান বিষয়ক প্রকল্পগুলো জরুরি পরিস্থিতিকে (COVID-19 প্ররোচিত) বিবেচনায় রেখে নেওয়া হয়েছিল। এ গুলো উল্লাপাড়া উপজেলার এফওয়াইপিতে পরিকল্পিত "মানব সম্পদ উন্নয়ন" এর লক্ষ্যগুলোর সাথেও সঙ্গতিপূর্ণ ছিল। "নকশী কাঁথা " (সূচিকর্ম করা কুইল্ট) সেলাই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী রাবেয়া খাতুন নামে এক নারী বলেন, "আমি সত্যিই খুশি যে আমি এখন থেকে নকশী কাঁথা বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করতে সক্ষম হব। COVID-19 প্রাদুর্ভাবের শুরুরদিকে আমার স্বামী বেশিরভাগ সময় বেকার ছিলেন। আমরা অনেক কষ্ট পেয়েছি। এখন, কিন্তু যদি COVID-19 চলতেও থাকে, তবুও আমি অর্থ উপার্জন করতে পারি এবং আমার স্বামীর পাশাপাশি আমার পরিবারকে আমিও সহায়তা দিতে পারি ।

মাছ চাষ প্রশিক্ষণ

যুবকদের জন্য কম্পিউটার প্রশিক্ষণ

কম্পিউটার প্রশিক্ষণ নেওয়া শারমিন আক্তার (২০) নামের স্থানীয় এক গ্রামের মেয়ে বলেন,"আমি এখন কম্পিউটার ব্যবহারে পারদর্শী। আমি শীঘ্রই একটি অনলাইন ব্যবসা শুরু করতে চাই এবং আমি খুশি কারণ আমি এখন থেকে উপার্জন করতে থাকবো এবং আমার উচ্চ শিক্ষা অর্জনকে সহায়তা দিতে পারবো।"

হিজড়া সম্প্রদায়ের সদস্যরা

এপি-র জন্য স্থানীয় চাহিদা সংগ্রহ এবং পরিস্থিতি বিশ্লেষণের প্রক্রিয়া চলাকালীন সময়ে, হিজড়া সম্প্রদায়ের সদস্যদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছিল। এটি ছিল উপজেলা পর্যায়ে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুশীলনের এক অনন্য উদাহরণ। এই সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর চাহিদার ভিত্তিতে, দৈনন্দিন কাজে নদীর পানি সহজে ব্যবহার করার সুবিধার্থে প্রধানমন্ত্রীর আশ্রয়ণ প্রকল্প-২ এর তহবিল ব্যবহার করে উপজেলা পরিষদ কর্তৃক নদীতীরে একটি সিঁড়ি (ঘাটলা) নির্মাণ করা হয়।

এই গল্প থেকে মূল শিখন হলো, যদি যথাযথ প্রয়োজনকে মূল্যায়ন, পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এবং সম্পদের ম্যাপিং নিশ্চিত করা যায় তবে উপজেলা পরিষদের পক্ষে সঠিক প্রক্রিয়া অবলম্বন করে প্রয়োজন ভিত্তিক উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা সম্ভব।

ফলাফল

- উল্লাপাড়া উপজেলা পরিষদ UICDP-এর কারিগরি সহায়তায়, উপজেলায় একটি পরিকল্পনা চক্র প্রতিষ্ঠা এবং উর্ধমুখী পরিকল্পনা প্রণয়নের অনুশীলন রপ্ত করতে সক্ষম হয়েছে।
- বাস্তবিক তথ্য ও তথ্যের ভিত্তিতে বস্তুনিষ্ঠ পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে স্থানীয় জনগণের জন্য প্রয়োজন-ভিত্তিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য উপজেলা একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক পদ্ধতি গ্রহণ করেছে।
- কোভিড-১৯ মহামারী চলাকালীন সময়ে উপজেলা পরিষদ কার্যকরভাবে জনগণের প্রয়োজনে সাড়া দিতে সক্ষম হয়েছে। উপজেলায় এমন কিছু স্কিম অন্তর্ভুক্ত ছিল যা শেষ পর্যন্ত উপজেলার মানুষের আত্মকর্মসংস্থানে অবদান রাখে এবং তাদের টেকসই আয় উপার্জনে সহায়তা করে।

উল্লেখযোগ্য দিকসমূহ

- অংশীজনদের সাথে নিবিড় পরামর্শ সভা দক্ষতার সাথে স্থানীয় চাহিদা নিরুপণে সহায়তা করে।
- UICDP-এর সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা নির্দেশিকাগুলির ভিত্তিতে উল্লাপাড়া উপজেলা এখন স্থানীয় উন্নয়ন চাহিদা সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে এবং সর্বোত্তম সুফল পাইয়ে দিতে সক্ষম।

প্রকল্পের নাম: উপজেলা ইন্টিগ্রেটেড ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (UICDP)

এলাকা: উল্লাপাড়া উপজেলা, সিরাজগঞ্জ জেলা

প্রাসঙ্গিক এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা: SDG1, SDG4, SDG14, SDG16

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: এলজিডি এবং জাইকা

বাস্তবায়নের সময়কাল: অর্থবছর ২০২০-২১

সুবিধাভোগী: মোট সরাসরি সুবিধাভোগী: ১৬৭ জন প্রশিক্ষণার্থী

(৮০ পুরুষ, ৭০ জন মহিলা এবং ১৭ জন হিজড়া)

(পরোক্ষ সুবিধাভোগী: প্রায় ১৪,০০০)